এসোসিয়েটেড পিকচার্সের নিবেদন—

শরৎচন্দ্রের

পথের দাবী

শ্রেষ্ঠাংশে

দেবী মুখার্জ্জি, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা, মিহির, জহর, কমল, কৃষ্ণধন, তুলসী

পরিচালনায় :—**সতীশ দাশগুপ্ত, দিগম্বর চ্যাটার্জ্জি**

সঙ্গীত পরিচালনায় :—**দক্ষিণামোহন ঠাকুর**

আলোক চিত্রশিল্পী :—**দেভ্‌জী পাডিয়ার**

প্রধান যন্ত্রশিল্পী—যতীন দত্ত
শব্দযন্ত্রী—গোবিন মল্লিক
রাসায়ণিক—শৈলেন ঘোষাল
স্থিরচিত্রী—সিধু মিত্র
শিল্পনির্দ্দেশক—তারক বসু
রূপসজ্জা—অভয়পদ দে
কারুশিল্পী—গোপী সেন
ব্যবস্থাপনা—রবীন ব্যানার্জি

সম্পাদনা—**সন্তোষ গাঙ্গুলী**

—বিভিন্ন ভূমিকায়—

ভানু ব্যানার্জি, নীতীশ মুখার্জি, বিজয় কার্ত্তিক দাস, বেচু সিংহ, মাষ্টার কেশ
তপন মিত্র, আশু বোস, কালী গুহ, পাঁচু বন্দ্যোঃ, ম্যাল্‌কম, বাণীবাবু, আশু চক্রবর্
ছুনু গোস্বামী, মায়া বসু, রেবা দেবী, রীতা মুখার্জি, রবীন ব্যানার্জি, বি, মুখার্জি
কে এল মুখার্জি, ও আরও অনেকে

—চিত্রনাট্য—

সতীশ দাশগুপ্ত, দিগম্বর চ্যাটার্জি, প্রণব রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, নারায়ণ চৌধুরী, গোবিন্দ গুপ্ত, স্বদেশরঞ্জন দাশ

গীতিকার—প্রণব রায় : গোবিন্দ গুপ্ত : ৺অনিল ভট্টাচার্য্য : শিশির সেন

যন্ত্রসঙ্গীত—**ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

—সহকারী—

পরিচালনায়—প্রভাত মিত্র : নীলকান্ত রায় : কনক মুখার্জি
আলোকচিত্রে—শ্যাম মুখার্জি : বিভূতি চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রে—রমাপদ পুরকায়স্থ : নির্ম্মল সেনগুপ্ত
সম্পাদনায়—প্রণব মুখার্জি : সঙ্গীতে—দুলাল ধর
ব্যবস্থাপনায়—শ্যামশঙ্কর মুখার্জি : নারায়ণ চন্দ্র রায়
তড়িৎনিয়ন্ত্রনে—হেমন্ত বসু : সুধাংশু দাস ঘোষ : নগেন ঘোষাল
সমীর ভট্টাচার্য্য : বিমল দাস

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

টেলিগ্রাম রূপবাণী

ডিষ্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

টেলিফোন বড়বাজার ১

পথের দাবী

গল্পাংশ

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"

—রবীন্দ্রনাথ

পলাশীর প্রান্তরে "পথের দাবী" আমরা হারিয়েছি—তার পর থেকে দু' শতাব্দী ধরে জীবনের রাজপথে স্বাধীনভাবে চলার "দাবী"—আমরা ভুলেই গিয়েছি—শুধু রাজত্ব করবার লোভে যারা এতবড় দেশে "মানুষ" বলতে আর একটি প্রাণীও রাখেনি তাদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে "পথের দাবী" গড়ে তুল্‌ল সব্যসাচী। আর এই "পথের দাবীর" মূলমন্ত্র হল—মানুষের সর্ব্বপ্রকার "দাবী" স্বীকার করে নিরুপদ্রবে "পথ" চলা।

সব্যসাচী ছিল কোন এক নাম-না-জানা গ্রামের কোন এক অচেনা নির্ভীক যুবকের ভাই। একদিন রাত্রে তাদের গ্রামে ডাকাত পড়ে। গ্রামের মন্দিরে আগুন ধরিয়ে মহান্তকে পুড়িয়ে মারে ডাকাতরা। গ্রামে লোক ছিল অনেক, কিন্তু কারুরই সাহস হোল না তাদের বাধা দিতে। শুধু সব্যসাচীর দাদা যায় এগিয়ে।...ডাকাতরা সে রাত্রের মত চলে যায়, কিন্তু শাসিয়ে যায়,—"আবার আসব ঠাকুর! দেখবো তোমার কত বীরত্ব" পরদিন পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে যুবক আসন্ন বিপদে তাদের সাহায্য চায়, কিন্তু পায় না। উপরন্তু তার আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্রটীও পুলিশে কেড়ে নেয়। ডাকাতরা আবার আসে। যুবকটি লড়াই করে, কারণ পালাতে সে জানে না। সে আহত হয় আর মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তার ছোট ভায়ের কানে দিয়ে যায় এমন এক "অগ্নি মন্ত্র" যার সাধনাই হয় সব্যসাচীর জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্ধকার অজানা পৃথিবীতে বালক সব্যসাচী এগিয়ে চলে তার নবীন অনুপ্রেরণা নিয়ে—কিন্তু কোথায় ?

"পথের দাবী" গড়ে ওঠে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে প্রতিটি ছোট বড় জায়গায়। এর সভোরা

বিপ্লব-যজ্ঞের আয়োজন করে সকলের অগোচরেই, কারণ "প্রকাশ্যে স্বাধীনতার চেষ্টা করা ত দূরের কথা, তার কামনা করা, এমন কি তার কল্পনা করাও বিদেশীর আইনে অপরাধ।" সব্যসাচীই হয় এ-যজ্ঞের হোতা। সে ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় এই বিপ্লব যজ্ঞের ইন্ধন জোগাবার জন্য, আর সেই অভিযানেরই মাঝে খুঁজে পায় এক মোহময়ী রমণীকে যাঁর নাম সুমিত্রা। সব্যসাচী দেয় তাকে মহান পথের নির্দ্দেশ। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে সুমিত্রার মন। সে সব্যসাচীকে ভালবাসে। কিন্তু সুমিত্রার এ ভালবাসায় নীড় রচনার স্বপ্ন নেই, আছে শুধু এগিয়ে যাবার বন্ধনহীন সাধনা।

"পথের দাবী"র অগ্নিবীণায় বেজে উঠে বাঁধন ছেঁড়ার ডাক! জনগণ উঠে জেগে—ঘরে বাইরে পড়ে সাড়া। বিদেশী হয়ে ওঠে শঙ্কিত, তাই তার গোলামরা করে সব্যসাচীর খোঁজ।.....কোথায় সে বিপ্লবী?.....খবর পাওয়া যায় তিনি রেঙ্গুনে আসছেন। অভিজ্ঞ বাঙ্গালী গোয়েন্দা নিমাই বাবু যান বর্ম্মামুলুকে, বাঙ্গালী বিপ্লবীকে কারাগারে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে—কিন্তু?.....

সকলের অজ্ঞাতে বিপ্লবীর দল ধীরপদ বিক্ষেপে ধাপে ধাপে সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। রেঙ্গুন পোষ্ট অফিসের টেলিগ্রাফ বিভাগের পিয়োন—হীরা সিং, দানবীয় শক্তির অধিকারী ব্রজেন্দ্র, চতুর ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আয়ার, গ্রন্থ কীট আপন ভোলা শশী কবি—এরাই হয় "পথের দাবী"র সভ্যদের অগ্রগণ্য। সুমিত্রা এদের সভানেত্রী।.....আর সব্যসাচী?.....

একদিন সব্যসাচী আশ্রয় দেয় একটি আশ্রয়হীনা অনাথা মেয়েকে।.....সে ভারতী। "পথের দাবী"র বস্তির স্কুলে সে ছেলেমেয়েদের পড়ায়, আর সমিতির সে হয় সম্পাদিকা। অপূর্ব্ব হালদার নামে এক ভদ্রলোক আসেন ভারতীর সঙ্গে দেখা করতে, একই বাসায় ওপর নিচের ফ্ল্যাটে তারা বাস করতো। অপূর্ব্বের ঘরে একদিন চুরি হয়, আর ঘটনা বিপর্য্যয়ে অপূর্ব্ব সন্দেহ করে বসে ভারতীকেই। বিবাদের সংঘর্ষের অবকাশেই ভারতী পায় অপূর্ব্বর সান্নিধ্য, কিন্তু চাকা ঘোরে অন্যদিকে। অপূর্ব্বর ধর্ম্মনিষ্ঠার সাতন্ত্র্যবাদ ভারতীকে ঠেলে দেয় দূরে, যার ফলে ভারতী আসে সব্যসাচীর আশ্রয়ে। ভারতীর মুখে "পথের দাবী"র কথা শুনে এবং এর উদ্দেশ্য জেনে অপূর্ব্ব হয় অনুপ্রাণিত—হয়, "পথের দাবী"র সভ্য। অপূর্ব্বর সঙ্গে আর একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মীকে সমিতিতে পাওয়া যায়, তার নাম—রামদাস তলয়ারকর।

অপূর্ব্ব নতুন কাজের উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেরই অজান্তে অনেকখানি যায় এগিয়ে। হঠাৎ একদিন সে জানতে পারে এই প্রতিষ্ঠান বিপ্লবীদেরই একটা গুপ্ত সমিতি! ভয়ে আত্মহারা হয়ে সব কিছুই সে বলে দেয় পুলিশকে।

পোড়ো ভাঙ্গা বৌদ্ধ মন্দির। তার মধ্যেই বসে বিপ্লবীদের বিচার সভা। তাদের বিচারে বিশ্বাসহন্তার শাস্তি "মৃত্যু"। অভিযুক্ত অপূর্ব্বর বেলাতেও এর অন্যথা নেই। সবাই কামনা করে, এমনকি সুমিত্রাও কামনা করে অপূর্ব্বর মৃত্যু অবশ্য একমাত্র ভারতী ছাড়া। ভারতী সজল চোখে চায় সবার দিকে। এ আবেদন সব্যসাচী অগ্রাহ্য করতে পারেনা। সে মুক্ত করে দেয় অপূর্ব্বর বাঁধন, কারণ সে জানে অপূর্ব্ব ও ভারতীর পথ এ নয়। তাই সে চায়—তারা এ সব ছেড়ে দূরে চলে যাক্—সুখী হোক্। মানুষ ভাবে এক, কিন্তু হয় আর এক। ভীরু অপূর্ব্ব মুক্তি পাবার পরদিনই পালিয়ে যায় রেঙ্গুন ছেড়ে। ভারতী ভাবে এমন এক কাপুরুষকেও সে ভালবেসেছিল! মনে মনে কিন্তু কামনা করে অপূর্ব্বর প্রত্যাবর্ত্তন।...তারপর!...

"পথের দাবী"তে ভাঙ্গন ধরে। ব্রজেন্দ্র হীন স্বার্থের লোভে নীচ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। সুমিত্রা হাল ছেড়ে দেয়, ফিরে যেতে চায় আবার তার পুরোণ জীবনে—সব্যসাচী বাধা দেয় না, কারণ সে চায় না কাউকে জোর করে আটকে রাখতে।.....

সুমিত্রা কি ফিরেই যাবে?.....

ঝড় বইছে। দরজা জানলা বন্ধ করে সমিতির সভ্যেরা বাইরের ঝড়জলকে রোধ করলেও ভেতরের ঝড় প্রবল বেগেই বইতে থাকে। দমকা হাওয়ায় দরজা খুলে যায়, প্রবল দুর্য্যোগ মাথায় করে সব্যসাচী এসেছে আজ সকলের কাছে বিদায় নিতে। সে চলে যাবে—দূরে, বহু দূরে, অজানা দেশে, অচেনা লোকের মাঝে, সেখানেই সে সার্থক করে তুলবে তা'র সাধনা। "পথের দাবী'র অগ্নিমন্ত্র নিয়ে পথিক চলে পথে। আঁধারের মাঝে সুরু করে তার অভিযান। ঝড়ো হাওয়ায় বেজে ওঠে বিজয়ের তূর্য্য নিনাদ—জানায় তাকে অভিনন্দন! মেঘের গর্জ্জন করে দেয় তার শত্রুদের হুঁসিয়ার, আর বিদ্যুতের চমক তাকে দেখায় বন্ধুর পথ। সে চলে একা.....চলে প্রলয়ের মাঝে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে.....

পথের দাবীর গান

(১)

মুক্তি পথের যাত্রীরা চলে, অযুত কণ্ঠে তুলিয়া তান
বাজাও বাজাও বিজয় ডঙ্কা তূর্য্য নিনাদে জয় বিষান
শহীদ রক্ত রক্তিম পথ, সিক্ত ধরণীতল
বক্ষ পাঁজরে জ্বালিয়ে মশাল, বন্দীরা আগে চল্
শোষণ পেষণ শেষে
আয়রে আলোর দেশে
প্রগতি মুক্তি শক্তির পথে, অভয় দৃপ্ত তরুণ প্রাণ,
নূতন উষার নবীন প্রভাত, মহামানবের
গাওরে গান।
—গাও বন্দনা গান।

(২)

(আমি) গাঁথবো মালা গানে গানে
মনের পথে আসবে যে জন,
বাঁধবো তারে প্রাণে প্রাণে।
চলার পথে বাজলো বাঁশী
বধূর চোখে গোপন হাসি,
কেমন ক'রে মন রাঙাবে
কে জানে রে কে জানে।

আমি খোঁপায় দেবো কুঞ্জ কুসুম
তারি সুবাস রেণু লয়ে, কার নয়নে
আসবে লো ঘুম,
আমি জানি না।
আনন্দ হিল্লোলে দুলে দুলে
দুখের কথা সব রইব ভুলে
(সে যে) স্বপন ভেঙ্গে নয়ন মেলে, চাইবে আমার
আঁখির পানে।

(৩)

(এই) তিমির রজনী পার হ'য়ে যেতে হ'বে তোরে যেতে হ'বে।
অকূলে ভাসালি যদি তরণী, তীরের মায়া কেন হবে।
পালে তোর লেগেছে হাওয়া
ভুলে যা পিছনে চাওয়া
জীবনের যত সঞ্চয়
পথপাশে পড়ে রবে
যেতে হবে।
(তোর) মায়ায় ঘেরা সুখ নীড়ে আগুন জ্বেলে আপন হাতে
সে আলোয় পথের দিশা চিনে লবি, আঁধার রাতে।
(কভু) চোখে যদি জল আসে হায় নয়নেই যেন রে শুকায়,
(এই) তরী বাওয়া শেষ হ'বে রে, নবপ্রভাত আসিবে যবে।

(৪)

প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে, কালো মেঘে উঠে ঝড় তুফান।
হে অভিযাত্রী, তিমির রাত্রি গর্জে সিন্ধু দুলিছে প্রাণ।
মৃত্যু লীলায় অমর মরণ রক্ত চরণে গাহিছে জয়,
বন্ধু-বিহীন বন্ধুর পথে হে একা যাত্রী নাহিরে ভয়।
শহীদের খুণে পলাশীর পাপ করায়ে রক্তস্নান।
নবীন ভারত শোনাবে আবার সাম্যের সাম গান।
যুগ সঞ্চিত পুঞ্জিত দুখে চলে বঞ্চিত অভিযান,
দুর্গম পথ দুস্তর পাড়ি, উত্তাল তরী কম্পমান।

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ, দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি, এস সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা।